اقترب ظهور المهدي

ইমাম মাহদির আগমন

[দলিলভিত্তিক সমাধান]

ড. মাহমুদ আল-মিসরি
অনুবাদ : ওমর ফারুক বিন মুসলিমুদ্দীন
সম্পাদনা : শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী

সম্পাদকের বাণী

সারা বিশ্বের একমাত্র রব আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। অতঃপর, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি।

শাইখ ড. মাহমুদ আল-মিসরি রচিত اقترب ظهور المهدي "ইমাম মাহদির আগমন" বইটি আমি শুরু থেকে শেষাবধি পাঠ করলাম আলহামদু লিল্লাহ।

ইমাম মাহদির আগমন নিয়ে বিভ্রান্তি বহু পুরাতন। ছোট্ট এ বইটি পাঠে তা পরিস্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! মূল লেখক, অনুবাদকের শ্রম ও প্রকাশকের উদ্দ্যোগ কবুল করুন।

স্বাক্ষর

আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল

মাকারেম আল-আখলাক ফাউন্ডেশন, উত্তরা, ঢাকা

প্রকাশকের কথা

যাবতীয় গুণগান, প্রশংসা ও সিজদায়ে শুকর মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর অপার অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করে "ইমাম মাহদির আগমন : দলিলভিত্তিক সমাধান" নামক অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বইটি প্রকাশের তাওফিক দান করলেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত, নবিকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, যিনি আমাদের জন্য আল্লাহর দ্বীনকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

ইমাম মাহদির আগমন কেন, কখন এবং কীভাবে এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। হরহামেশাই শোনা যায়, অমুক স্থানে মাহদিকে দেখা গেছে বা তিনি অমুক স্থানে জন্ম নিয়ে বড় হচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কথা।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিস কী বলে, তা নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ এ বইটির অবতারণা। আশা করি এ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্নের দলিলভিত্তিক সমাধান পেয়ে পাঠকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হবেন ইনশাআল্লাহ।

যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সম্মানিত পাঠক সমীপে আবেদন, আমাদেরকে তা অবহিত করবেন, আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের উদ্দ্যোগ নেব ইনশাআল্লাহ।

বিনীত
প্রকাশক

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রসূলিহিল আমিন। অতঃপর...

শান্তির জীবন গড়ার লক্ষ্যে কিছু আশা-প্রত্যাশা সকলেরই থাকে। তবে, সকলেই আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে না। যারা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তারা জীবনে সফলতার ছোঁয়া পায়। আর কতক লোক; যারা সফলতার খোঁজে ব্যর্থতার পথে পা ফেলে তাদের অজান্তেই তাদের পায়ে ফোটে হাজারো কাঁটা। জীবনের অগ্রগতির পথে নেমে আসে ধ্বস। পথগুলো সব তার কাছে আঁধারে ঘেরা মনে হয়। পরিশেষে পুরো পৃথিবীটা তার কাছে অতীব সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

এ সফলতা কিংবা ব্যর্থতার মূলে কী রয়েছে? সঠিক জ্ঞানে সঠিক চিন্তাধারা। অর্জিত জ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারা।

যদি কেউ সঠিক জ্ঞান অর্জন করে সঠিকভাবে চিন্তা করে অগ্রে বাড়ে, সে তার কর্মে সফল হবে। কেউ যদি সঠিক জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রটা ঠিক নেই কিংবা সঠিক জ্ঞান তার কাছে নেই, সে যতই সফলতার আশা করুক, তার জন্যে সামনে বাড়ুক, সফলতা তার ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে।

এতসব কথা কেন বলছি? বলছি এ কারণে যে, আমাদের মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থাও ঠিক এরূপ। কতক লোক এমন আছে যারা মাহদির ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানে সঠিক চিন্তা লালন করে। এরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে থাকে। আবার এমন কতক লোক আছে যাদের অর্জিত জ্ঞান সঠিক কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রটা ঠিক নয়। আরেক শ্রেণির লোক আছে যাদের অর্জিত জ্ঞান বা চিন্তাধারা কোনটাই সঠিক না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির লোকেরা ভ্রষ্ট।

ইমাম মাহদির আলোচনা আজ মানুষের মুখে মুখে। মাহদিকে ঘিরে কত যে ফিতনা ফাসাদ সমাজে হচ্ছে! কতক লোক তো নিজেকে মাহদি দাবি করেই বসেছে। অগণিত মানুষ আজকে এক শ্রেণির ভ্রষ্ট লোকেদের ভ্রষ্ট বক্তব্য আর লিখনীর মাধ্যমে মাহদির সৈনিক হয়ে সফলকাম হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রপথে পা বাড়াচ্ছে। বিশেষ করে যুব সমাজ। করছে বাড়াবাড়ি। ওদের বিভ্রান্ত বুলি হচ্ছে, মাহদি এসে গেছে! মাহদি অমুক বছর প্রকাশ পাবে! অমুকই মাহদি! আরো কত কিছু!

এসব হচ্ছে মাহদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে। তবে হ্যাঁ, মাহদির আগমন ঘটবে এটা সুনিশ্চিত। এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এক শ্রেণির লোক আছে যারা মাহদিকে অস্বীকার করে থাকে।

সমাজে প্রচলিত এসব বাড়াবাড়ি আর ভ্রান্তির জবাবেই আবু আম্মার শাইখ ড. মাহমুদ মিশরি হাফিযাহুল্লাহ اقترب ظهور المهدي (ইক্বতারাবা যুহূরুল মাহদি) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার বাংলা নাম দেয়া হয়েছে- "ইমাম মাহদির আগমন"। বইটিতে অতীব সংক্ষিপ্তাকারে তুলে আনা হয়েছে মাহদি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ। মাহদি কে? তাঁর গুণাবলি কী হবে? কোথা হতে বের হবেন মাহদি? কখন আগমন করবেন? কেন আসবেন মাহদি? যারা মাহদিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তারা কেমন? যারা মাহদিকে অস্বীকার করে তারা কারা? তাদের কিছু

আপত্তির জবাব এবং আমাদের করণীয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে এ ছোট্ট গ্রন্থখানায়।

দলিলগুলোকে তাহকিক করে উল্লেখ করা হয়েছে একাধিক মুহাক্কিকের নামসহ। পাঠক যাতে সহজেই বুঝতে পারেন সেজন্য কিছু টিকা সংযোজন করা হয়েছে; যা মূল বইয়ে ছিল না।

মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। আমাদেরও ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই বিজ্ঞজনের নজরে যদি কোনো ধরণের ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, তাহলে আশা করি আমাদেরকে জানাতে কার্পণ্যবোধ করবেন না। আমরা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করবো।

রব্বে কারিমের কাছে আর্জি–লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, প্রকাশনা পরিচালক এবং যারাই এ বইটির সাথে সম্পৃক্ত থেকে সহায়তা দিয়েছেন, সামনে দিবেন, আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। ছোট্ট এ পুস্তককে সকল মানুষ বিশেষ করে যুবকদের আলোর প্রদীপস্বরূপ করে দ্বীনের পথে অবিচল রাখুন। মরণের পরে সকলে যেন জান্নাতে একত্রিত হতে পারি সে তাওফিক দান করুন। আমিন!

ওমর ফারুক বিন মুসলিমুদ্দীন
omarfaruk10883@gmail.com

যেখানে যা আছে

লেখকের দু কলম	৯
মাহদি কে?	১৩
তাঁর নাম ও গুণাবলি	১৫
মাহদি কোথা হতে বের হবেন?	১৭
ইমাম মাহদির যুগে কল্যাণ	১৯
মাহদির আগমন : জানবো কিভাবে?	২৩
মাহদি সম্পর্কে মুতাওয়াতির হাদিস	২৭
মাহদির আবির্ভাব : হাদিসের প্রামাণিকতা	৩০
মাহদির ইমামতিতে ﷺ এর সালাত আদায়	৩৪
একটি সংশয় এবং তার নিরসন	৩৬
এক রাতেই যোগ্য	৩৯
সংশয় ও তার জবাব	৪০
বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি এবং আমাদের জবাব	৪১
একটি পর্যালোচনা	৫২
প্রচেষ্টা অবাহত রাখুন	৫৪
ইসলামের সহায়ক হোন	৫৯
গরিব ইসলাম	৬১
আশা রাখুন	৬৪
মাসজিদুল আকসা	৬৫
ইসলামি খেলাফত	৬৭
প্রজন্মের প্রতিপালন	৬৯
আমাদের অন্যান্য বই	৭১

লেখকের দু কলম

সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তেই। তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকটেই ক্ষমা চাই। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই আমাদের অন্তরের কুমন্ত্রণা হতে, আমাদের মন্দ কর্ম হতে। আল্লাহ তা'আলা যাকে পথদিশা দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহ করেন, তাকে কেউ সঠিক পথের দিশা দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি–আল্লাহ এক, তার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল।

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। "[১]

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর; যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা হতে সৃজন করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃজন করেছেন এবং তাদের তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন কর; যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি কর। তোমরা তাকওয়া অবলম্বন

১.সূরা আলি-ইমরান, ৩ : ১০২

কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের বিষয়েও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সর্বদা নিরীক্ষণ করছেন। "[২]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ঠিক করে দিবেন। তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে, সে অবশ্যই মহা-সাফল্য অর্জন করবে। "[৩]

বর্তমানে ইমাম মাহদি মানুষের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে সিংহভাগ মানুষই বস্তুবাদী, পঙ্কিলতাপূর্ণ এবং দুনিয়াবী জীবনযাত্রায় কঠিন দূর্ভোগে রয়েছে। দুনিয়া আজ হৃদ্যতা ও অনুকম্পা হতে প্রায় রিক্ততায় পৌঁছার উপক্রম। অসংখ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিপর্যয়ে ভরপুর এ অস্থাবর দুনিয়ার বেষ্টনী হতে মুক্তি চায় এ মানুষেরা। চায় একটু শান্তিময় পরিবেশ। চায় একটু আরাম.....। সকলেই জানে, নবি ﷺ এ মর্মে সংবাদ দিয়ে গেছেন যে, অচিরেই শেষ যামানায় মাহদি আসবেন। পাপরাশিতে ভরপুর পৃথিবীকে ন্যায় ইনসাফে ভরে দিয়ে অপরূপ করে তুলবেন। তাই মানুষদের অন্তঃকরণ মাহদির বহিঃপ্রকাশের প্রহর গুনছে। মানুষেরা মনে করছে, মাহদি হয়ত এ যুগেই বের হবেন। এটি একটি ঘোলাটে চিন্তাধারা। কেননা, কুরআন হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন প্রমাণাদি হতে বুঝা যায়, মুসলিমরা যখন আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চ করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালাবে, জিহাদের মনোবাসনা অন্তরে সৃজন করবে, ঠিক এহেন মুহূর্তই মাহদির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

তবে আমাদের জেনে রাখতে হবে–মাহদির আত্মপ্রকাশ ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটবে না যতক্ষণ পৃথিবী ইসলামের রূপরেখায় চলমান না হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে–ঈসা ﷺ এসে ইমাম মাহদির পিছনে

২. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১
৩. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭০, ৭১

মাসজিদুল আকসায় সালাত আদায় করবেন। মুসলিমদের আয়ত্ত্বে মাসজিদুল আকসা ফিরে না আসা পর্যন্ত এটা সম্ভবপর নয়.....।

মাসজিদুল আকসা মুসলিমদের হাতে ততক্ষণ ফিরে আসবে না, যতক্ষণ না ইসলামের পতাকা ধরার বুকে পতপত করে উড়বে।

এখন আমাদের করণীয় কি? আমাদের করণীয় হচ্ছে–আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আল্লাহর দ্বীনকে অগ্রপানে নিয়ে যেতে প্রাণপণে কাজ করা। অলসতা করত বলা যাবে না যে, আমরা আমাদের ইমাম মাহদির অপেক্ষায় অপেক্ষমান। তিনি এসে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবেন এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠা করবেন। বরং আমাদের দায়িত্ব হলো–ঈমানী পরিবেশ কায়েম করা, যেখানে মাহদির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। প্রচেষ্টা করা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ শিক্ষা-দীক্ষায়। যদি আমাদের জীবিত থাকা অবস্থাতেই মাহদি এসে যান, আলহামদুলিল্লাহ; তাহলে সেটা হবে একটা খুশির ব্যাপার। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বড়ো নি'য়ামত। আর যদি তাঁর বহিঃপ্রকাশের পূর্বেই আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে তো কমপক্ষে বলতে পারবো–আমরা আমাদের দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে আদায় করেছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বীনকে সাহায্য-সহায়তা করা ব্যতীত আমাদের আর কিইবা করার আছে।

আমরা আল্লাহর কাছে চাই, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সহায়তায় কাজে লাগান। তিনি সর্বশক্তিমান। আমাদের নবি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর অসংখ্য শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আমিন।

আল্লাহর ক্ষমা প্রত্যাশী বান্দা
আবু আম্মার মাহমুদ আল-মিসরি

মাহদি কে?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ভাষ্যমতে, "ইমাম মাহদি নবি ﷺ এর আহলে বাইত হাসান বিন আলি ﷺ-র বংশ থেকে আসবেন। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে শেষ যামানায়। তখনকার পৃথিবী অন্যায়-অনাচার, যুলুম-নিপীড়নে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি এসে সেটাকে পরিবর্তন করে ন্যায়-ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দিবেন। এ কথা নবি ﷺ হতে সঠিক সূত্রে প্রমাণিত। পূর্ববর্তী ইসলামি পন্ডিত, গবেষক, হুফফায ও বড়ো বড়ো মুহাদ্দিসগণ এ মতই পোষণ করেছেন। তবে কেউ কেউ এর বিপরীত মতও পোষণ করেছেন।

ইমাম মাহদি ﷺ নিজেকে নবি বলে দাবি করবেন না। বরং তিনি নবি ﷺ এর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি একজন হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সুপথ প্রদর্শক খলিফা হবেন। যেমনটি রাসূল ﷺ বলে গিয়েছেন :

فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ.

..."আমার মৃত্যুর পরে অচিরেই তোমরা বিভিন্ন মত ও পথ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সুপথ প্রদর্শক খলিফাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের ওপর আবশ্যক...।"[৪]

ইমাম মাহদি ﷺ আমাদের মতো মানুষ। তিনি কোন নবি নন। আবার তাঁর যে ভুল হবে না এমনটিও নয়। তিনি রাসূল ﷺ এর আহলে বাইতের পরম্পরায় একজন সন্তান। তিনি একজন ন্যায়-নিষ্ঠাবান বিচারক। যুলুম-নিপীড়নে ভরপুর পৃথিবীকে তিনি ন্যায় ইনসাফে ভরে দিবেন। তাঁর বহিঃপ্রকাশ এমনই এক সময়ে ঘটবে, যখন এ জাতি একজন নীতিবান শাসকের মুখাপেক্ষী। তিনি রাসূলের মৃত সুন্নাহকে জীবিত করবেন। অত্যাচারের ইতি টানবেন। এ ভূবনে ন্যায়বিচার কায়েম করবেন।[৫]

যারা বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর পরে ইমাম মাহদি ﷺ নবি হিসেবে আগমন করবেন; তারা অবশ্যই ভুল-ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। কেননা, মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবি। তার পরে আর কোন নবি আসবে না। কেউ কি প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে, ইমাম মাহদি 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে নবি বলে দাবি করবেন?..... কখনো নয়। তিনি নিছক একজন সত্যনিষ্ঠ খলিফা। তিনি হবেন আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি এ ধরাধমে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। মাযলুম মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবেন। আল্লাহর নির্দেশে মুসলিমদের পক্ষে শক্তি যোগাবেন।

৪. আবু দাউদ : ৪৬০৭; তিরমিযি : ২৬৬। [হাসান]
৫. আকীদাতু খাতমিন নবুওয়্যাত লিল উস্তায আহমাদ বিন সা'দ

তাঁর নাম এবং গুণাবলি

ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন; রাসূল ﷺ বলেছেন :

« لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِى يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا »

"যদি দুনিয়ার মাত্র একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলা সেই এক দিনকেই অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমার বংশ হতে একজন লোক প্রেরণ করবেন- যার নাম ও আমার নাম এবং আমার পিতার নাম ও তার পিতার নাম হুবহু মিল হবে। সে এসে যুলুমের নৈরাজ্য পৃথিবীতে পরিপূর্ণভাবে ইনসাফ কায়েম করবেন।"[৬]
তিরমিযীতে এসেছে :

« لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا - أَوْ قَالَ لاَ تَنْقَضِى الدُّنْيَا - حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِىْ »

"ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতদিন পর্যন্ত আমার পরিবারের এক ব্যক্তি আরবে রাজত্ব না করবে। তার নাম এবং আমার একই হবে। "[৭]

---

৬. আবু দাউদ : ৪২৮২। শুআ'ইব আরনাউত্ব ও আলবানি ﵀ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

৭. তিরমিযি : ২২৩১। আলবানি ﵀ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

বুঝা গেল, ইমাম মাহদি ﵀ এর নাম আর রাসূল ﷺ এর নাম একই। তার পিতার নাম ও রাসূলের পিতার নাম একই। সুতরাং বলতে পারি, ইমাম মাহদির নাম হবে : হয়ত আহমাদ/মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। তিনি হবেন রাসূলের মেয়ে ফাতিমার বংশধর। বংশসূত্রে হাসান ﵁র সন্তান। ইমাম ইবনু কাসির (রহমাহুল্লাহ তা'আলা) ইমাম মাহদি সম্পর্কে বলেন :

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَاطِمِي الْحَسَنِي

"তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ফাতেমি আল-হাসানি। "[৮]

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সে হবে নবি ﷺ এর মত প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাকবিশিষ্ট। আবু সাঈদ খুদরি ﵁ বলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

المهديُّ منِّي أجْلَى الجَبهَةِ، أَقنَى الأنفِ، يملأُ الأرضَ قِسطاً وعَدلاً، كما مُلِئَت جَوْراً وظُلماً، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ"

"আমার বংশ হতে মাহদির আবির্ভাব হবে। সে হবে আমার মত প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাকবিশিষ্ট। তখনকার দুনিয়া যুলুমে ভরে যাবে, সে তা ইনসাফে ভরে দিবে। সে সাত বছর রাজত্ব করবে। "[৯]

৮. আন-নিহায়া : ১/২৯

৯. আবু দাউদ : ৪২৮৫; সহীহুল জামে' : ৬৭৩৬। আলবানি ﵀ সহীহুল জামে' গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।